/ClarificationOfTheDoubts

ইসলাম ও ইখওয়ান:

সংঘাত যেখানে

ড. তারিক আব্দুল হালিম

লেখক পরিচিতি

শাইখ ডঃ তারিক আব্দুল হালিম কায়রোর জামে' ইসমালিয়াহ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হলেন আব্দুল হামিদ আহমাদ আল-মাহামি। তিনি মিসরের কর বিভাগের সাবেক প্রধান ছিলেন। শাইখ উচ্চ মিসরের কিনা জেলার আহমাদ আব্দুল হালিম পরিবারের বংশধর। তাঁর মাতা হলেন যাইনাব আব্দুল আযিয সালিম আলবিশরি। তিনি মিসরের একজন প্রসিদ্ধ লেখক ও সাহিত্যিক "আধুনিক যুগের প্রতিবাদ" নামে খ্যাত শাইখ আব্দুল আযিয আলবিশরির মেয়ে, এবং ইমাম সালিম বিন আবু ফিরাজ আলবিশরি (শাইখুল আজহার আব্দুল মাজিদ সালিম) এর নাতনী। তাঁরা মিসরের বাহিরিয়্যাহ জেলার বিশর এর অধিবাসী ছিলেন।

ডঃ তারিক আব্দুল হালিম কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল অনুষদ থেকে ডিগ্রি নেন। আরব বিশ্বের নানা প্রান্তে তিনি কাজ করেছেন, যেমন সৌদি আরব, কুয়েত, জর্ডান ইত্যাদি। অতঃপর ১৯৮৫ সালে তিনি মাস্টার ও পিএইচডি ডিগ্রির জন্য ব্রিটেনে গমন করেন। সেখান থেকে তিনি ও তাঁর পরিবার অভিবাসী হিসেবে কানাডা যায়।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি তিনি উস্তাদ সাইয়েদ কুতুবের রাহিমাহুল্লাহ বইসমূহ নিজ হাতে কপি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মাঝে বিতরণ করে দাওয়াতের পথচলা শুরু করেন। অতঃপর তা প্রসারিত হতে থাকে, এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তাঁর দাওয়াতি কাজের চল্লিশ বছর তিনি আরব বিশ্ব, ইউরোপ ও আমেরিকায় ব্যয় করেছেন।

শাইখের ইসলামী জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে তথা আকিদা, ফিরাকে বাতেলা, উসুলে ফিকহ সম্পর্কে প্রচুর বই/প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তেমনিভাবে পত্রিকা ও সাময়িকীতে রাজনীতি, খালেস দীনী ও সাহিত্যে শাইখের অসংখ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। যেমন আলমানারুল জাদিদ, মাজাল্লাতুল বয়ান সহ অন্যান্য পত্রিকা। গত শতাব্দীর আশির দশকে প্রকাশিত 'মাজাল্লাতুল বয়ান' এর প্রকাশনার কাজেও শাইখ শরীক ছিলেন। শাইখ একইসাথে আরবি ও ইংরেজিতে লেখালেখি করতেন, বর্তমানের সালাফিয়্যাতের দাবিদারদের ভুলভ্রান্তি যেমন লিখতেন, তেমনি শিরক-বিদআত নিয়েও অনেক লেখালেখি করেছেন, বিশেষত সুফিবাদ সম্পর্কিত ভুলভ্রান্তিগুলো নিয়ে।

শাইখ নিজে সালাফি হওয়া সত্ত্বেও বর্তমানে যারা নিজেদের সালাফি দাবি করে তাদের ভুলভ্রান্তি নিয়ে লেখা "ফিতনাতু আদইয়াউস সালাফিয়্যাহ ওয়াইনহিরাফাতিহিম" শাইখের একটি যুগান্তকারী রচনা। শাইখের অনেক কিতাব উর্দুসহ বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়েছে, যেমন কিতাবুল মু'তাজিলাহ, সুফিয়াহ, মিফতাহুদ দুখুল ইলা ইলমিল উসুল, পাকিস্তানে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ'র মাঝেও তিনি অনেক জনপ্রিয়। বাংলাতেও শাইখের কিছু প্রবন্ধ অনুবাদ হয়েছে।

শাইখ তারিক আব্দুল হালিম আমেরিকা ও কানাডায় বিভিন্ন সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতেন, কিন্তু এই সকল সম্মেলন ও সেমিনারে তিনি মুসলমানদের অল্পবিস্তর উপকারের সাথে সাথে সময় ও অর্থের অধিক ক্ষতি দেখে পরবর্তীতে বর্জন করেন।

শাইখ আশির দশকের শেষের দিকে কানাডায় স্থায়ী হওয়ার পর 'দারুল আরকাম' প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে 'আলজামিয়াহ আল আমিরিকিয়্যাহ আলইসলামিয়্যাহ'র সহযোগিতায় ইসলামী শরিয়াহর উপর ডিপ্লোমা শিক্ষা দান শুরু করেন। অনেক ছাত্র তাঁর থেকে ডিপ্লোমা নেয়। এমনিভাবে শাইখ টরেন্টোতে 'উম্মাতুল ইসলাম' নামে আরবি ও ইংরেজিতে অনেক বছর একটি ম্যাগাজিন বের করেছিলেন।

রচনাবলী

১। আলজাওয়াবুল মুফিদ ফি হুকমি জাহিলিত তাওহীদ, এই কিতাবটি কায়রোর মাতবায়াতুল মাদানি থেকে ১৯৯১ সালে প্রকাশিত হয়। তায়েফের মাকতাবাতুত তরফাইন থেকে ১৯৭৮ সালে শাইখ বিন বাজ রহঃ এর ভুমিকা সহ 'আকায়েদুল মুওয়াহহিদিন' সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়।

২। হাকিকাতুল ঈমান, ১৯৭৯ সালে কায়রোর মাতবায়াতুল মাদানি থেকে একাধিক এডিশন প্রকাশিত হয়।

৩। মুকাদ্দামাহ ফি ইখতিলাফিল মুসলিমিন ওয়া তাফাররুকিহিম, মুহাম্মাদ আলআবদাহ'র সাথে শাইখের এই যৌথ রচনাটির ১৯৮৬ সালে দারুল আরকাম আলকুয়েইতিয়্যাহ থেকে ১ম এডিশন প্রকাশিত হয়।

৪। আসসুফিয়্যাহঃ নাশআতুহা ওয়া তাতাউউরুহা, মুহাম্মাদ আলআবদাহ'র সাথে শাইখের এই যৌথ রচনাটির ১৯৮৬ সালে দারুল আরকাম লন্ডন থেকে ১ম এডিশন প্রকাশিত হয়।

৫। আলমু'তাজিলাহ বাইনাল কাদিম ওয়ালহাদিস, মুহাম্মাদ আলআবদাহ'র সাথে শাইখের এই যৌথ রচনাটির ১৯৮৭ সালে দারুল আরকাম লন্ডন থেকে ১ম এডিশন প্রকাশিত হয়।

৬। ফিতনাতু আদইয়াউস সালাফিয়্যাহ ওয়াইনহিরাফাতিহিম, দারুল আকরাম, কানাডার টরেন্টো থেকে ২০০৪ সালে আরবি অনুবাদসহ প্রথম এডিশন ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয়।

৭। মাফতাহুল উসুল ইলা ইলমিল উসুল, দারুল আকরাম, টরেন্টো থেকে ২০০৬ সালে প্রকাশিত হয়।

এখানে শাইখের বিশাল রচনাভাণ্ডার থেকে অল্পকিছু বইয়ের পরিচয় দেওয়া হল, খাইরে উম্মাহ মিডিয়া সহ অসংখ্য দাওয়াতি সংস্থা শাইখের রচনাবলী নিজ উদ্যোগে অনলাইনে অফলাইনে প্রকাশ করে থাকে। শাইখ তারিক আব্দুল হালিমের রচনাবলীর জন্য ভিজিট করুন- http://tariq-abdelhaleem.net/

বঙ্গানুবাদের ভূমিকা

শাইখ ডঃ তারিক আবদুল হালিম নিচের প্রবন্ধটি লেখেন ২০১২ সালে। যখন আরব বসন্তের আন্দোলনে মিশর ছিল উত্তাল। শাইখ সেই সময়টাতেই মত প্রকাশ করেন যে ইখওয়ানু মুসলিমীন মিশরিয় এ বিপ্লবকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, ইখওয়ানের রাজনৈতিক ভুল সিদ্ধান্ত এবং কার্যপদ্ধতির কারণে শুধু যে তারাই ব্যর্থ হবে এমন না, বরং সমগ্র বিপ্লবই ব্যর্থ হবে। লক্ষ্যনীয় বিষয় হল যখন এ প্রবন্ধ লিখিত হবার সময় অধিকাংশ মানুষের কাছে এর উল্টোটাই সত্য মনে হচ্ছিল সুতরাং শাইখ ডঃ আব্দুল হালিম যখন এ প্রবন্ধ লেখেন তখন তিনি স্রোতের বিপরীতে দাড়িয়ে এমন কিছু কথা বলছিলেন যা ছিল অজনপ্রিয় এবং অপছন্দনীয়। কিন্তু আজ প্রায় ৫ বছর পর শাইখ ডঃ তারিক আব্দুল হালিমের বিশ্লেষণ সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। শুধু যে ইখওয়ান ব্যাপকভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে তাই না, বরং মুবারকের শাসনামলের চেয়েও আরো নিকৃষ্ট এক যুগের মধ্য দিয়ে বর্তমানে মিশর যাচ্ছে।

শাইখ তারিক আব্দুল হালিম তার বিশ্লেষনে বলেছিলেন নিছক কোন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বা পলিসির কারণে ইখওয়ান ব্যর্থ হবে না। তাদের ব্যর্থতার মূল কারণ হল তাদের আক্বিদাগত ও মানহাজগত গোমরাহি। আর এক্ষেত্রেও তিনি সঠিক প্রমাণিত হয়েছেন। ইখওয়ান ও সমমনা দলগুলো মাসলাহাত, আধুনিকায়ন ও বাস্তবমুখী হবার নাম করে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন আক্বিদা ও মানহাজগত বিচ্যুতির স্বাভাবিকীকরন করেছে। এগুলোকে নিজেদের জন্য জায়েজ করে নিয়েছে। প্রয়োজন মতো শারীয়াহর নসের বিকৃতি ও ভুল ব্যাখ্যা করেছে, আর যখন তা যথেষ্ট হয় নি তখন বিভিন্ন বুদ্ধিজাত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষন আর রেটোরিক দিয়ে যা জায়েজ করা দরকার তা জায়েজ করে নিয়েছে। শুধু তাই না, তারা এটাকে নিজেদের একটি ইতিবাচক দিক এবং তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষতার প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেছে। সালাফ আস-সালেহিনের বুঝ আর শরীয়াহকে পেছনে ছুরে ফেলে ইচ্ছেমতো নানা বুলি কপচানো আক্বলি ব্যাখ্যার মাধ্যমে নিজেদের পক্ষে দলিল উপস্থাপনাকে তারা অন্যান্য মুসলিম দলগুলোর বিপরীতে তাদের শক্তিশালী দিক হিসাবে উপস্থাপন করেছে। যখনই তাদের এসব কার্যক্রমকে শরীয়াহর মানদণ্ডে বিচার করার চেষ্টা করা হয়েছে তারা বিভিন্ন ভাবে তা এড়িয়ে গেছে। নিজেদের কল্পিত বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষ, “হিকমাহ” আর

মাসলাহাতের বুলি আওড়ে অভিযোগকারীকে বোকা, নির্বোধ, বাস্তবজ্ঞান ও কান্ডজ্ঞানহীন প্রমাণে সচেষ্ট হয়েছে।

কিন্তু বাস্তবতা হল বারবার এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে ইখওয়ান ও তাদের সমমনা দলগুলো না ইসলাম অনুসরণ করছে আর না সঠিক ভাবে সেক্যুলার রাজনীতির ময়দাদে খেলতে পারছে। বরং তারা দুই ময়দানেই ব্যর্থ হচ্ছে, যদিও তারা মনে করছে তারাই সফল, তারাই হক্কপন্থী। বাস্তবতা থেকে দু চোখ বন্ধ করে রেখে তারা মনে করছে, তারাই সবচেয়ে ভালোভাবে বাস্তবতা বুঝেছে। রজনোতির নাম দিয়ে তারা শরীয়াহ অনেক আগেই ছেড়েছে, কিন্তু সেই রাজনীতির ময়দানেও তাদের দেখানো মতো কোন অর্জনই নেই। বরং মিশর থেকে বাংলাদেশে তারা ক্রমাগত মার খাচ্ছে। বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষতা নিয়ে গর্ব করা এই ঘরানার লোকেরা আদতে এক বুদ্ধিবৃত্তিক নর্দমায় পড়ে আছে। গড়াগড়ি খাচ্ছে। আর নর্দমার আবর্জনাকে মেশক মনে করছে।

এক অন্ধকারের সুড়ঙ্গের গভীরে এই দল্গুলোর নীতিনির্ধারকেরা ঢুকে পড়েছে এবং আরো বেশি অন্ধকারের দিকে যাচ্ছে। আর যতোই তাদের বের হয়ে আসার জন্য বলা হচ্ছে, তারা গোঁ ধরে আরো দ্রুত অন্ধকারের দিকে ধাবিত হচ্ছে। আর সাথে সাথে লক্ষ লক্ষ নেতা-কর্মীকে নিয়ে যাচ্ছে। অথচ দুনিয়া ও আখিরাত হারানো ছাড়া এই পথের আর কোন গন্তব্য নেই। বস্তুত ইখওয়ান ও জামাতে ইসলামির মতো দলের উচিৎ কিতাবুল্লাহর নিচের আয়াত নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করা, এবং নিজেদের কর্মপদ্ধতি ও আক্বিদার পুনঃবিশ্লেষন করা -

আর ইয়াহূদী ও নাসারারা কখনো তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের মিল্লাতের অনুসরণ কর। বল, ‘নিশ্চয় আল্লাহর হিদায়াতই হিদায়াত’ আর যদি তুমি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর তোমার কাছে যে জ্ঞান এসেছে তার পর, তাহলে আল্লাহর বিপরীতে তোমার কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী থাকবে না। [আল বাক্বারা, ১২০]

শাইখ ডঃ তারিক আব্দুল হালিমের এ প্রবন্ধটি চিন্তাশীলদের জন্য উপকারি হবে ইনশা আল্লাহ। আর ইখওয়ানি-জামাতি চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত কিন্তু অন্ধ অনুসরণের রোগে আক্রান্ত নন, এমন ভাইরাও আশা করি লেখা থেকে উপকৃত হবেন।

ইখওয়ানের আসল চেহারা

ইসলাম ও ইখওয়ান: সংঘাত যেখানে

ডঃ তারেক আব্দুল হালিম

ইন্নাল হামদালিল্লাহ ওয়াস সলাতু ওয়াস সালামু ‘আলা রাসূলিল্লাহ

‘আম্মা বা’আদ

মিসরে সর্বশেষ ঘটনাপ্রবাহের মাধ্যমে দল হিসেবে ইখওয়ানের বিদআতপন্থী, ভ্রষ্ট ও সত্য থেকে বিচ্যুত হওয়ার বিষয়টি প্রকাশিত হয়ে গেছে। বিভিন্ন কারণে হয়তো এইসব ঘটনাপ্রবাহ দলটির আন্দোলনের প্রকৃত বাস্তবতা ও কদর্যতা যেমন স্পষ্ট করে দিয়েছে তেমনি প্রকাশ করে দিয়েছে সেনাবাহিনীর সাথে তাদের দালালিপনার চেহারা। তারা সুলাইমান ক্যাম্প, ইনান ক্যাম্প ও অন্যান্য ক্যাম্পে সেনাহিনীর সাথে কয়েকটি নিকৃষ্ট কুফরি চুক্তি করেছে।[1] কার্যত সামরিক বাহিনীর সাংসদীয় প্রতিনিধি হবার ব্যাপারটিও ইখওয়ান মেনে নিয়েছে কারণ যেই জনগণ তাদের এসব চেয়ার পৌছেছে তাদের পরিবর্তে নিজেদের দলের ক্ষমতায়ন আর নেতৃত্ব অর্জন করার নীতিতেই ইখওয়ান বিশ্বাসী। যেকোন মূল্যে নেতৃত্ব ও ক্ষমতা অর্জনের এ মোহ ও মানহাজই হল বিদআতি দলটির ভ্রষ্টতা, পদস্খলন ও বিচ্যুতির মৌলিক কারণ।

এই ভ্রান্ত দলটি প্রথম দিন থেকেই সেনাবাহিনীর সাথে তাদের সহযোগিতার মনোভাবের কারণে আন্দোলনকে (মিসরের আরব বসন্তকে) মাটি চাপা দিয়ে শেষ করে দিয়েছে। প্রথম পর্যায়ে তারা সরকার পতনের দাবি থেকে সরে এসেছে। পরে তারা হোসনি মোবারক ও তার সরকারের সাথে সংলাপের আহবান জানিয়েছে। অতঃপর তাদের দলটি সকল প্রকার বিপ্লবী তৎপরতা থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিয়ে সুলাইমান ক্যাম্পের পতাকাতলে জড়ো হয়। আর জনগণকে এ-কথা বুঝাতে সক্ষম হয় যে, সরকার পতন হয়েছে। সেনাবাহিনীর সম্মান করা এখন

---

[1] আরব বসন্তের সময় এবং পরবর্তীতে ইখওয়ান নির্বাচন, পরস্পর সম্পর্ক বৃদ্ধি ও আরও উম্মাহর স্বার্থ পরিপন্থী আরও অনেক বিষয়ে হুসনি মোবারকের সামরিক জান্তার সাথে বেশ কিছু চুক্তি ও সংলাপ করেছিল, তার মধ্যে ছিল কুখ্যাত জামাল আব্দুন নাসের কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গোয়েন্দা সংস্থা “জেনারেল ইন্টেলিজেন্স ডাইরেক্টরেট” এর প্রধান উমর সুলাইমান এর সাথে কৃত চুক্তি। এই এই ব্যক্তি হুসনি মোবারকের গণতান্ত্রিক মিসরের ভাইস প্রেসিডেন্টও ছিল, এবং হুসনি মোবারকের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার প্রধানও সে ছিল।
দেখুন- http://studies.aljazeera.net/ar/positionestimate/2012/04/201241710494931813O.html

এরকম আর একটি চুক্তি বা সংলাপ ছিল মিসরীয় সেনাবাহিনীর সুপ্রিম কাউন্সিলের ডেপুটি চেয়ারম্যান সামি হাফেজ ইনানের সাথে। এই ব্যক্তি হুসনি মোবারকের শাসনামলে আকাশ প্রতিরক্ষাবাহিনীর প্রধানও ছিল। শাইখ তারেক আব্দুল হালিম মূলত এই চুক্তিগুলোর দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।
দেখুন- http://www.almasryalyoum.com/news/details/1197074

জনগণের কর্তব্য। তাদের বিরুদ্ধে কোনরকম সীমালঙ্ঘন করা ঠিক হবে না। এমনকি বক্তব্য-বিবৃতি দিয়েও না। যে সেনাবাহিনীর উপর বিশ্বাসঘাতকতার অপবাদ আরোপ করবে সে-ই- মূলত বিশ্বাসঘাতক, যার উদ্দেশ্য রাষ্ট্রেরও পতন ডেকে আনা। এ-জাতীয় আরো অনেক কথা তারা সেদিন জনসাধারণকে গেলাতে সক্ষম হয়। যা থেকে তাদের গোমরাহি, আদর্শিক দেউলিয়াত্ব, পরাজিত মানসিকতা ও কলুষিত মানহাজ এর বাস্তবতা প্রকাশ পেয়েছে।

কিন্তু তাদের গোমরাহির বিষয়টি কেবল রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত কিংবা বিবৃতির বিষয় নয়। কারণ, এ সবকিছুই হল তাদের চিন্তার জগতে গেড়ে বসা ভ্রষ্টতার কুফল। এর উপরই গড়ে উঠেছে এদের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের বিচ্যুতি। মিসরের বর্তমান পরিস্থিতি ও এর পেছনে কারণ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ইতিহাস গবেষকদের যে মৌলিক কারণটি একেবারেই ভোলা উচিত নয় তা হল, ইখওয়ান মিসরের জনগণকে তাদের রাজনৈতিক ভুল এবং অবিমৃষ্যকারীতার কারণেই লক্ষ্য অর্জনের পূর্বেই ২৫শে জানুয়ারির বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছে। আর আমাদের সামনে আজ এমন এক পরিস্থিতি এনেছে যে, পুনঃরায় বিপ্লব ফিরিয়ে আনার জন্য আমাদেরকে কল্পনাতীত মেহনত করতে হবে। আর এর পেছনে মূল কারণ হল সে-সব ভ্রান্ত ও বিদআতি আক্বিদা ও আদর্শ যা দলটির নীতিনির্ধারকগণ গ্রাস করে রেখেছে।

এই সমস্ত আদর্শ ও আক্বিদার সাথে আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের না নিকটতম কোন সম্পর্ক আছে, না দূরতম কোন সম্পর্ক। বরং দলটি এই সমস্ত আক্বিদাগুলো নিয়েছে বিভিন্ন বিদআতি দলের মাধ্যমে প্রসিদ্ধি লাভ করা বিচ্ছিন্ন কিছু আক্বিদা থেকে। এসব দলের ব্যাপারেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, এদের সব গোষ্ঠীই জাহান্নামে যাবে এবং একইসাথে ঐ সব দলও যারা ফিরকাতুন নাযিয়্যাহ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিরোধিতা করবে।

এদের কিছু আক্বিদা বিদআতপন্থী সুফিদের থেকে নেওয়া। কিছু তাবিলপন্থী আশআরিদের থেকে নেওয়া। আর কিছু নয়, বরং মৌলিক আক্বিদাগুলো নেওয়া মুরজিআ'দের থেকে, যারা ঈমান ও আমলের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে।

তাদের এসব বিদআতি আক্বিদার মধ্যে প্রধান হল ইরজা-র আক্বিদা। যা ঈমান ও আমলকে আলাদা করে। আমল ঈমানের অংশ নয়, এমনটা বলে। আর এ-কথা বলে যে, শাহাদাতাইন[2] উচ্চারণ করার নামই হল এমন ইসলাম, যার কারণে ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতে মুক্তি পাবে। এমনি যদি ব্যক্তি এমনসব কাজে লিপ্ত হয় যার কারণে লোকটি কাফের হয়ে যাবে বলে শরিয়তপ্রণেতার পক্ষ থেকে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। মুরজিআ'দের আক্বিদা এ-কথাও বলে যে, ঈমানের ক্ষেত্র হল শুধুমাত্র কলব। ব্যক্তির কোন কাজ তার ঈমান কিংবা কুফর এর উপর প্রমাণ বহন করে না। আর তাদের এই ইরজার আক্বিদার কারণেই ইখওয়ান বলে যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সেটা ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা আইন প্রণয়ন করা গুনাহ; কুফর না। যদিও আইন প্রণেতাগণ আল্লাহর আইনকে বাতিল করে নিজেরা আইন তৈরী করে। এবং আল্লাহর আইনের পরিবর্তে স্বরচিত আইনকে রাষ্ট্রের সংবিধান হিসেবে নির্ধারণ করে, এর দ্বারা বিচারকার্য সম্পাদন করে এবং এর দ্বারা শাসন করে। বুঝা গেল, মুরজিআ'রা মুরতাদকেও কাফের বলে না। হ্যাঁ, তবে যদি সে নিজেকে কাফের বলে তাহলে কাফের হয়ে যাবে! অথচ কুফর এমন একটা বিষয় যে

[2] অর্থাৎ আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ ও মুহাম্মাদ ﷺ কে রাসূল হিসাবে সাক্ষ্য দেওয়া।

নিজের ব্যাপারে কেউ এর স্বীকৃতি কখনো দেবে না! না খৃষ্টানরা, না ইহুদিরা, না অগ্নিপূজকরা। এ-কারণেই আমরা দেখতে পাই যে, তাদের বড় বড় নেতারা পর্যন্ত এখন স্পষ্টভাবে এ-কথা বলে যে, 'খৃষ্টানরা কাফের নয়।' এর কারণ হিসেবে তারা বলে, "তারা (অর্থাৎ বর্তমানের খৃষ্টানরা) তো ত্রিত্ববাদের প্রবক্তা নয়।" আল্লাহর কসম, যে এমন বলে সে অবশ্যই পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে।

আর আর এই ইরজা হল মতাদর্শই রাজা-বাদশাহদের ধর্ম, যেমনটা আমাদের সালাফগণ বলে গেছেন। কারণ, এই ধর্মমতটাই গুনাহের কাজকে পূণ্যের কাজ বানিয়ে দেয়। হারামকে হালাল করে। শরিয়তকে একেবারে গুলিয়ে ফেলে। আর সূফিবাদ সকল ধর্মের মাঝে কাছাকাছি অবস্থান তৈরী করে। ওয়াহদাতুল ওজুদের বীজ নিয়ে বেড়ায়। আর এ-কারণেই আমরা দেখতে পাই, তাদের বড় বড় নেতারা ইবনে আরাবি ও আবু আতা আল-ইসকান্দারির ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিকর পথে চলে। আর আক্বিদাহগত এসব ব্যাধির কারণেই আপনি দেখবেন, সেনাবাহিনীর সাথে নিকৃষ্ট কুফরি চুক্তির অনুমোদন দিতে তারা কোন প্রকার দ্বিধাবোধ করে না। আমেরিকার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন আর বিশুদ্ধ ইসলামের দিকে আহবানকারীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে বিন্দুমাত্রও ইতস্তত করে না।

আরো দেখবেন যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আনুগত্য ও ওয়ালার (বন্ধুত্ব) আগে নিজেদের দল অন্যান্য থভ্রষ্ট দলগুলোর সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলে। যেমনিভাবে আপনি দেখবেন পাবে, এরা সবসময় তাদেরকেই উপরে রাখে যাদের সাথে ভ্রান্ত বিষয়ে বন্ধুত্ব করে এবং বিদআতি কর্মকাণ্ডে যাদের সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করে। চাই সে ইসলামের আদর্শ মেনে চলুক বা বর্জন করুক। এ-কারণেই তারা প্রকাশ্যে এই ঘোষণা দেয় যে, কোন খ্রিষ্টান বা ধর্মনিরপেক্ষতবাদী যদি রাষ্ট্রের শাসক হয় তবে এতে তাদের কোন আপত্তি নেই। নারী নেতৃত্বের ব্যাপারেও তাদের আপত্তি নেই। কিংবা অন্য এমন কোন বিদআতি আক্বিদার ব্যাপারেও তাদের আপত্তি নেই যা থেকে বুদ্ধিবৃত্তিক বিচ্যুতির সৃষ্টি হয়। আর এভাবে তারা সম্পূর্ণভাবে বিদআতপন্থীতে পরিণত হয়েছে।

এই সমস্ত বিদআতপন্থী ভ্রষ্টদের দল থেকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত কেন, কারোর জন্যই মঙ্গলজনক কোন কিছুই কখনো প্রকাশ পাবে না, সে যেই হোক। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুনাদিকদের যে সমস্ত আলামতের কথা বলেছেন - ওয়াদার খেলাফ করা, মিথ্যা কথা বলা, আমানতের খেয়ানত করা - তা কতোইনা বাস্তব। আজ ইখওয়ানের প্রতিটি কথায় আমরা এগুলো দেখতে পাই। যেমন, তারা ওয়াদার খেলাফ করেছে, মিথ্যা বলেছে এবং জনগণ বিপ্লবের যে আমানত তাদের হাতে সোপর্দ করেছে তার সাথে তারা বিশ্বাসঘাতকতা করে পার্লামেন্টের সাথে বিনিময় করে নিয়েছে।

আমাদের এবং ইখওয়ানের মধ্যকার মতবিরোধটা রাজনৈতিক কোন কার্যকরণ কিংবা সিদ্ধান্ত কেন্দ্রিক নয়। কারণ এসব ক্ষেত্রে কারো ভুল হতেই পারে, অথবা অজ্ঞতা থাকতে পারে। বরং এই মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে আক্বিদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে, কুফরের অর্থ এবং ঈমানের সীমানা নির্ধারণ নিয়ে, বিদআত ও কু-প্রবৃত্তির উৎসকে কেন্দ্র করে। আর এ-কারণেই এই মতবিরোধের শেকড় নিছক রাজনৈতি বা পদ্ধতিগত মতপার্থক্যের চেয়েও অনেক গভীরে। এটা নিছক শাতির কিংবা মুরসির নমিনেশান, অথবা কাতাতানিকে নারী বিষয়ক মন্ত্রনালয়সহ রাষ্ট্রের সকল বিভাগের প্রধান বানানোর বিষয় না।

এগুলো হল এমনসব মৌলিক বিষয়ের মতভেদ যার উপর ইসলামের ভিত্তি রচিত হয় এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মানহাজের ভিত্তি স্থাপিত হয়। তাই আমাদের কাছে এরা হল সে-সব বুদ্ধিজীবিদের মত যারা মু'তাযিলা আক্বিদার অনুসারী অথবা ঐসব বাতেনি লোকের মতো যারা সুফিবাদি তরিকা 'তরীকায়ে বুরহানি' বা 'দুসুকি'[3] বা 'তরীকায়ে খলওয়াতি'[4] এর অনুসারী অথবা বা এধরনের অসার ও গর্হিত মতের প্রবক্তাদের মতো। বস্তুত এদের সবার চেয়ে ইখওয়ানের দলটির আক্বিদা আরো বেশি ভ্রান্ত এবং তাদের বিদআতি কর্মকাণ্ড আরো মারত্মক। কারণ তারা তাদের দলের ছত্রছায়ায় এধরনের বিভিন্ন বিদআত একত্রিত করেছে এবং নতুন নতুন বিদআত আবিষ্কার করেছে। সুতরাং তারা হল নানা বিদআতের বাসা ও কু-কর্মের আস্তানা।

আমাদের আজ সবচাইতে বেশি প্রয়োজন হল বিদআতি ও কাফেরদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং এ-ব্যাপারে বয়ান করা। কেননা, আজ সব কিছু এলোমেলো হয়ে গেছে। মাটি সুরাইয়া তারকার স্থান দাবি করেছে। সপ্তর্ষিমণ্ডলের অনুজ্জ্বল তারকা সূর্যের স্থান দখল করে নিয়েছে। অন্ধ চক্ষুষ্মান হয়ে গেছে। আর চক্ষুষ্মান ট্যারা হয়ে গেছে। আর বিবেক-বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। এই সবকিছু হয়েছে সামরিক কাউন্সিলের কর্মকাণ্ড এবং তার চক্রান্ত ও কৌশলের কারণে। সাথে ছিল ইখওয়ানের হাত ও তাদের রাজনৈতিক অজ্ঞতা, সর্বোপরি তাদের স্বার্থ যা সকল সীমা অতিক্রম করেছে।

---

[3] একটি সুফি তরীকা। তরীকায়ে বুরহানিয়্যাহ বা তরীকায়ে দুসুকিয়্যাহ এর মুল প্রতিষ্ঠাতা হলেন ইবরাহীম আদ দুসুকি (জন্মঃ৬৩৩ হিজরি মোতাবেক ১২৩৬ ইংরেজি/৬৫৩ হিজরি মোতাবেক ১২৫৫ ইংরেজি, মৃত্যুঃ ৬৭৬ হিজরি মোতাবেক ১২৭৭ ইংরেজি/ ৬৯৬ হিজরি মোতাবেক ১২৯৬ ইংরেজি, দুসুক, মামলুক সালতানাত, মিসর)। তিনি শাফেয়ী মাজহাবের অনুসারী মিসরের একজন সুন্নি সুফি ছিলেন। বুরহানুদ্দিন ও আবুল আইনাইন নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তার জন্ম স্থান দুসুকের দিকে নিসবত করে তাকে দুসুকি ও তার তরিকাকে তরীকায়ে দুসুকি এবং তার বুরহানুদ্দিন উপাধির দিকে নিসবত করে তার তরিকাকে তরীকায়ে বুরহানি বলা হয়।

তিনি নিজের দিকে স্বভাববিরোধী কিছু কারামতকে সম্পৃক্ত করতেন, তাই সমকালীন অনেক আহলুস সুন্নাহর আলিম তার বিরোধিতা করতেন। মিসর ও সুদানে তার তরিকা অনেক প্রসিদ্ধ হয়েছিল।

[4] তরীকায়ে খলওয়াতিয়্যাহও আরেকটি সুফি তরিকা। যার প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ কারিমুদ্দিন আলখলওয়াতি। তিনি হিজরি দশম শতাব্দিতে খোরাসান অঞ্চলের সুফিদের ইমামদের একজন ছিলেন। ৯৮৬ হিজরিতে মিসরে ইন্তেকাল করেন। তিনি সাহরাওয়ারদিয়া তরিকার অনুসারী ছিলেন।